১.৬.৪. ভাওয়াইয়া

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে ভাওয়াইয়া অন্যতম। উত্তর বাংলার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, বাংলাদেশের রঙপুর এবং কোচবিহার সংলগ্ন আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চল জুড়ে ভাওয়াইয়া গানের বিস্তৃতি।

'ভাওয়াইয়া' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। সর্বাগ্রে যে মতটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল—ভাব + ইয়া > ভাওয়াইয়া (য়-শ্রুতি হয়েছে)। 'ভাব' বলতে এখানে বিরহ বা অন্য কোনো উচ্চভাব বোঝানো হয়েছে। অনেকে মনে করেন, 'বাও' (বাতাস) শব্দ থেকে 'বায়াইয়া' মহাপ্রাণতার ফলে 'ভাওয়াইয়া' হয়েছে। মৈষাল বন্ধুর গানের সুর জঙ্গলের ভিতর থেকে বাতাসে ভেসে এসে লোকালয়ে প্রবেশ করে বলে এহেন নামকরণ। অনেকে আবার 'ভাওয়া' (কাশ বা নলখাগড়ার বিস্তৃত জলাভূমি)-র সঙ্গে 'ভাওয়াইয়া'র সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন।

বুদ্ধদেব রায় মহাশয়, তাঁর 'লোকসঙ্গীতিকী' গ্রন্থে ভাওয়াইয়া গানের পাঁচটি শ্রেণির উল্লেখ করেছেন, যথা—(i) চিতান্ ভাওয়াইয়া, (ii) ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া; (iii) দীঘলনাশা ভাওয়াইয়া; (iv) গড়ান ভাওয়াইয়া এবং (v) মৈষালী ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়া গানের এই বিভিন্ন পর্যায় সৃষ্টির মূলে রয়েছে ওই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি। উত্তরবঙ্গের নদীগুলি নিম্নহিমালয় থেকে নির্গত হয়ে—তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক, গদাধর প্রভৃতি নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর প্রকৃতির। নদীগুলি প্রবল খরস্রোতা, রাস্তা চড়াই-উতরাই, পাহাড় বনজঙ্গলে ঘেরা। ভাওয়াইয়া গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, গলাভাঙা ও মহাপ্রাণতা। এই গলাভাঙার জন্য ওই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি দায়ী।

ভাওয়াইয়া গানে তিন শ্রেণির মানুষকে নায়ক পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। যথা—মৈষাল বন্ধু, মাহুত বন্ধু এবং গাড়িয়াল বন্ধু। ওই অঞ্চলের এলুয়া, কাশিয়া, নলখাগড়াযুক্ত জলাভূমি মহিষের উপযুক্ত চারণ ক্ষেত্র। একটি গানে মহিষ চরাতে আশা পুরুষের প্রতি গ্রাম্য যুবতীর হৃদয়-আকর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে—

'প্রাণ কান্দে মোর, মৈষাল বন্ধুরে—
মইষ চড়ান, মইষালবন্ধু, ঘাটের উজানে,
তোমার মইষের ঘন্টার বাইজে
মন উড়াং বাইরাং করে রে।'

গ্রাম্য যুবতীর সঙ্গে নায়ক মইষাল বন্ধুর হৃদয় বিনিময়ের পরেই, মইষাল বন্ধুকে অন্যত্র চলে যেতে হয়। তখনই অকস্মাৎ বিচ্ছেদের বেদনায় ভরে ওঠে যুবতী নারীর মন—

'ধিক্ ধিক্ ধিক্ মইষাল রে,
মইষাল ধিক্ গাভুরালি
এহেন সুন্দর নারী ক্যামনে যাব ছাড়ি,
মৈষাল রে।'

প্রবল কঠিন ও ভয়ঙ্কর কর্মে মাহুত বন্ধুদের জীবিকানির্বাহ করতে হয়। বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে গভীর অরণ্যে মাহুত বন্ধুকে হাতি ধরতে হয়। গৃহে ফেলে আসা যুবতী নারীর অন্তরে তখন বেজে ওঠে বিরহের সুর। প্রবল উৎকণ্ঠায় গৃহে তারা দিন কাটায়। মাহুতের জীবন বড়ই অনিশ্চিত জীবন, 'ভীষণ adventure life'। নারীর জবানীতে তাই তাদের কণ্ঠে শোনা যায় বিরহের সুর—

'ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত রে—
যেদিন মাহুত শিকার যায়, নারীর মন ঝুরিয়া রয় রে,
ও মোর সারিন হাতির মাহুত রে,
যেদিন মাহুত উজান যায়, নারীর মন মোর পুড়িয়া রয় রে...।'

ভাওয়াইয়া গানে তিন শ্রেণির নায়কের মধ্যে গাড়িয়াল বন্ধু অন্যতম। মহাজনের দ্রব্য সামগ্রী চড়াই-উতরাই পথে স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে দিতে হয় গরুর গাড়ির সাহায্যে। জীবিকার কারণে, গাড়িয়ালকে দীর্ঘদিন ঘরের বাইরে থাকতে হয়। ফলে কোনো কোনো যুবতী নারী, গাড়িয়াল বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে; প্রেম নিবেদন করে বসে। হৃদয় বিনিময় ঘটতে না ঘটতেই গাড়িয়াল বন্ধুকে অন্যত্র চলে যেতে হয়। আকস্মিক বিচ্ছেদের এই সুর ধ্বনিত হয়েছে নায়িকার জবানীতে নায়ক গাড়িয়ালের কণ্ঠে—

'ও কি গাড়িয়াল ভাই
কতয় রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে।।
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে
ও কি গাড়িয়াল ভাই
হাকাও গাড়ি তুই চিলমারির বন্দরে রে।।
আর কি কব দুক্ষের জ্বালা
গাড়িয়াল ভাই গাথিয়া চিকন মালা রে।'

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে ভাওয়াইয়া বিরহপ্রধান গান হলেও তত্ত্বপ্রধান গানও রচিত হয়েছে। যেমন—

'ফান্দেহ্ পড়িয়া বগা কান্দেরে এখন—
ফাঁদ বসায়েছে ফাঁদিয়াল ভাই
পুঁটি মাছ দিয়া
মাছের লোভে বোকা বগা
পড়ে উড়াল দিয়া।'

লৌকিক উপমার দ্বারা আধ্যাত্মিক এবং পরমাত্মিক তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন ভাওয়াইয়া শিল্পী। সমসাময়িক ঘটনাও ভাওয়াইয়া গানে স্থান পেয়েছে, ফলে বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভাওয়াইয়া গান বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ।